তেজস্বী বাঙালী

মাহফুজা খাতুন

সুমিষ্ট স্বাদে ভরা মোদের বাংলা ভাষা

ধ্যানে-জ্ঞানে বাংলাকে তাই এত্তো ভালোবাসা ।

মায়ের কাছে প্রথম শেখা চিরচেনা সুর

সে যে আমার বাংলা ভাষা সবচেয়ে সুমধুর।

স্বীয় সংস্কৃতির অপার মুগ্ধতার সুখের বাতায়নে

শকুনের দল হিংসার দহনে সেথায় আঘাত হানে।

ভেবেছিস, মোরা বাঙালী জাতি,

ধনে, মানে, জনে দূর্বল অতি!

শোষন আর অত্যাচারে যায় ছিনান সবই!

মায়ের মুখের মধুর ভাষার তাই করেছিস দাবি?

তবে রে শকুনেরা দেখে নে এবার----

মোরা নই দূর্বল, নই ভীরু,নই অত্যাচারীর হাতিয়ার!

জেগে উঠো তেজস্বী বাঙালী

জয়ের লক্ষ্যে বাজিয়ে তালি

অনেক সয়েছি, আর নয়, ভেঙ্গে ফেল সব রুদ্ধদ্বার

যতো শৃঙ্খল, বাঁধা পেরিয়ে নাও হাতে তলোয়ার।

বর্জ্র কন্ঠে স্লোগান সবার "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"

মরণ ভয়কে বরণ করে ভাষার তরে এগিয়ে যাই।

প্রাণপণে যুদ্ধ করে মাতৃভাষাকে করতে জয়

রক্তগঙ্গার স্রোতে ভেসেছিলো হাজারো অকুতোভয়।

দেখে সেদিন গণআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান গতি

হায়েনার দল শঙ্কিত হয়ে স্বীকার করলো নতি।

মায়ের মুখের মিষ্টি ভাষাকে ফিরিয়ে দিয়েছো যারা

বাঙালী হৃদয়ের স্পন্দনে আজো মিশে আছো তাঁরা।

বাঙালী জাতি রবে যতোকাল এই দুনিয়ার পরে

জয়ধ্বনি দিবে এই বাংলায় তোমাদের স্মরণ করে।

পারবোনা কভু শুধতে মোরা, তোমাদের এই ঋণ

উৎসর্গ তাই তোমাদের তরে ২১ শে ফেব্রুয়ারির দিন।